যুগান্তর

তারিখ 23 FEB 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ত্রিশালে আনন্দ স্কুলের শিক্ষার্থীদের ভাতা বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ

ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্পের (রস্ক) আওতায় পরিচালিত আনন্দ স্কুলের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাভাতা বিতরণে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। শিক্ষার্থীদের বঞ্চিত করে প্রায় অর্ধেক টাকা ব্যাংক কর্মকর্তা শিক্ষা অফিস ও একটি চক্র ভাগবাটোয়ারা করে নিয়েছে। শিক্ষাভাতাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ করেও তার কোন সুরাহা পাননি। অভিযোগে জানা যায়, ২০১১ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত আনন্দ স্কুলের ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ৬ মাসের শিক্ষাভাতা বিতরণ সম্প্রতি ত্রিশাল উপজেলার ধানীখোলা, বৈলর, কাঁঠাল, কানিহারী, রামপুর, ত্রিশাল, হরিরামপুর, সাখুয়া, বালিপাড়া, মঠবাড়ী, মোক্ষপুর ও আমিরাবাড়ী ইউনিয়নে অবস্থিত স্কুলগুলোতে বিতরণ করা হয়। প্রতি শিক্ষার্থীকে ৬ মাসের শিক্ষাভাতা বাবদ ৭১০ টাকা প্রদান করার কথা থাকলেও সোনালী ব্যাংক কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম ও উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা আফতাব উদ্দিনের নেতৃত্বে একটি দালালচক্র স্কুলের শিক্ষিকাদের হাতে ২০ থেকে ২৫ জনের টাকা দিয়ে ম্যানেজ করে আবার কাউকে জোরপূর্বক বিদায় করে দিয়ে বাকি টাকা আত্মসাৎ করে। শিক্ষিকারা সেই টাকা থেকে আবার অর্ধেক কোথাও একটু কম বিতরণ করে বাকি টাকা আত্মসাৎ করেন। বালিপাড়া ইউনিয়নের রুস্তম আলীর বাড়ি আনন্দ স্কুলের এক অভিভাবক জানান, এ স্কুলের ২৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ১০ জনের টাকা দেয়া হয়েছে। বাঘাটি পশ্চিমপাড়া বাড়ি আনন্দ স্কুলের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক সিদ্দিক মিয়া জানান, তাদের স্কুলে সহকারী শিক্ষা অফিসার ও ব্যাংক কর্মকর্তা মিলে ২৫ জন শিক্ষার্থীকে টাকা দেয়। এতে তার ছেলেও বাদ পড়ে যায়। এ ব্যাপারে উপজেলা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা মলিনা দে বলেন, আনন্দ স্কুলের উপবৃত্তির টাকা সঠিকভাবে বিতরণের জন্য সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও ব্যাংক কর্মকর্তার সঙ্গে সরকারি দলের দুজন প্রতিনিধি নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তার পরও যদি অনিয়ম হয় তাহলে কিছুই করার নেই। বিতরণে জড়িত উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা আফতাব উদ্দিন বলেন, কতজন শিক্ষার্থীকে টাকা দেয়া হয়নি তা ব্যাংক কর্মকর্তারা বলতে পারবেন।